গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ শাখা
www.ssd.gov.bd

স্মারক নং-৫৮.০০.০০০০.০১৪.০৬.০০১.২০-৬

তারিখ : ২৩ পৌষ ১৪২৭
০৭ জানুয়ারি ২০২১

**বিষয়ঃ নভেম্বর, ২০২০ এর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী**

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির পর্যালোচনা সভার নভেম্বর, ২০২০ এর কার্যবিবরণী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনের হার্ডকপি সরাসরি ও সফট কপি (Nikosh font ১৩ সাইজে) ই-মেইল(admin3@ssd.gov.bd)-এ প্রশাসন-৩ শাখায় **১৭.০১.২০২১ তারিখের মধ্যে** প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত: সভার কার্যবিবরণী

০৭.০১.২০২১

(মোঃ আবদুল কাদির)
উপসচিব
ফোনঃ +৮৮০২-৪৭১২৪৩৫৯
ই-মেইলঃ admin3@ssd.gov.bd

বিতরণঃ

সুরক্ষা সেবা বিভাগঃ

১. অতিরিক্ত সচিব ................(সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
২. যুগ্মসচিব .................(সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
৩. উপসচিব ................(সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
৪. সিনিয়র সহকারী সচিব .................(সকল),সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
৫. প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা। ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার অনুরোধসহ; এবং
৬. সহকারী সচিব................(সকল),সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

**অধিদপ্তরসমূহ :**

১. মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা;
২. মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা;
৩. মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা;
৪. কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা এবং
৫. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, এজিবি ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

স্মারক নং-৫৮.০০.০০০০.০১৪.০৬.০০১.২০-৬

তারিখ : ২৩ পৌষ ১৪২৭
০৭ জানুয়ারি ২০২১

অনুলিপিঃ

১. সচিব-এর একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা;
২. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

(মোঃ আবদুল কাদির)
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৩ শাখা
www.ssd.gov.bd

## মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির নভেম্বর, ২০২০-এর সভার কার্যবিবরণী

**সভাপতি : মোঃ শহিদুজ্জামান, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়**
**তারিখ ও সময় : ৩০ ডিসেম্বর ২০২০, সকাল : ১০.৩০ মিনিট**
**স্থান : সুরক্ষা সেবা বিভাগ (জুম অনলাইন)**

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা অনুযায়ী এ বিভাগের চলমান প্রকল্পসহ মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহে প্রদত্ত সেবার গুণগতমান বজায় রেখে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সহিত অর্পিত দায়িত্ব পালনের উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৭.১২.২০২০ তারিখে গণভবন প্রান্ত থেকে ভার্চুয়ালি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ২০টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন (যথাক্রমে (১) জাজিরা, শরিয়তপুর (২) করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ (৩) হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ (৪) রাণীনগর, নওগাঁ (৫) মোহনপুর, রাজশাহী (৬) নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ (৭) আটঘরিয়া, পাবনা (৮) আদমদিঘী , বগুড়া (৯) শাহজাহানপুর , বগুড়া (১০) ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট (১১) সাথিয়া, পাবনা (১২) আশাশুনি, সাতক্ষীরা (১৩) কলারোয়া, সাতক্ষীরা (১৪) বারহাট্টা, নেত্রকোণা (১৫) হিজলা, বরিশাল (১৬) ইন্দুরকানী, পিরোজপুর (১৭) সন্দীপ, চট্টগ্রাম (১৮) নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া (১৯) বিশম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ (২০) রাজনগর, মৌলভীবাজার) ৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস (যথাক্রমে (১)মাদারীপুর, (২)নারায়ণগঞ্জ, (৩) বাগেরহাট, (৪) শরীয়তপুর, (৫) নেত্রকোণা (৬) সুনামগঞ্জ) এবং কারা অধিদপ্তরের ২টি স্থাপনা যথাক্রমে: (১) ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জে নির্মিত মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার ও (২) এলপিজি স্টেশন শুভ উদ্বোধন করেন। **সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।**

- উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে আয়োজন করার জন্য সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর-এর সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

সভাপতি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় উপস্থাপন করার জন্য অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)-কে অনুরোধ করেন।

২। আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ :

<table>
<tr><th>ক্র.</th><th>আলোচ্যসূচি</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>২.১</td><td>গত সভার (অক্টোবর, ২০২০) কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ।</td><td>অক্টোবর, ২০২০-এর সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।</td><td></td></tr>
<tr><th></th><th>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>২.২</td><td colspan="3">মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (২০.০১.১৯ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ ):</td></tr>
<tr><td></td><td>নির্দেশনা-১ : আন্ত: সংস্থার সমন্বয়ে মাদক পাচারকারী, ব্যবসায়ী, সেবনকারী, মজুতকারীর বিরুদ্ধে মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে, মাদকবিরোধী প্রচারণা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং এ বিষয়ে সকল শ্রেণি/পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'মর্ডানাইজেশন অফ ডিএনসি' প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে।<br><br>বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ নভেম্বর, ২০২০
<table>
<tr><th>ক্র.</th><th>গৃহীত কার্যক্রম</th><th>পরিসংখ্যান</th></tr>
<tr><td>১.</td><td>আলোচনা সভা</td><td>২৬৩টি</td></tr>
<tr><td>২.</td><td>মাদকবিরোধী অভিযান</td><td>৬,৮৮০টি</td></tr>
<tr><td>৩.</td><td>মামলার সংখ্যা</td><td>১,৭৬৩টি</td></tr>
<tr><td>৪.</td><td>আসামির সংখ্যা</td><td>১,৯১০ জন</td></tr>
</table></td><td>• মাদকের বিরুদ্ধে চলমান অভিযান অব্যাহত রাখা;<br>• মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সারাদেশে মাদকবিরোধী সভা-সমাবেশ, সেমিনার, সাইনবোর্ড, এলইডিবিলবোর্ড স্থাপন ও টিভি ফিলার প্রদর্শন ইত্যাদি প্রচারণামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;<br>• অন্যান্য স্থানের মতো দেশের কারাগারগুলোতেও মাদকঅনুপ্রবেশ বন্ধের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণসহ মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;<br>• শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসহ সকল প্রকার গণমাধ্যমে মাদকবিরোধী প্রচার-প্রচারণা আরো জোরদার করা ।</td><td>মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।</td></tr>
</table>

| ক্র. | আলোচ্যসূচি | সিদ্ধান্ত | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| | **নির্দেশনা-২ : মাদকাসক্তদের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তেজগাঁওস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রকে ট্রেনিং সুবিধাসহ পূর্ণাঙ্গ নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে রূপান্তর করাসহ পর্যায়ক্রমে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষিত সকল জেলায় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন ও বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহকে কঠোর নজরদারির মধ্যে আনতে হবে।**<br><br>বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ<br>• কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের নিমিত্ত পুনর্গঠিত ডিপিপি ০১.১২.২০২০ তারিখে এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এখনো পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়নি।<br><br>• Modernisation of DNC-প্রকল্পের ডিপিপি ০৯.০৯.২০২০ তারিখে পাওয়া গেছে। ২৭.১০.২০২০ তারিখে যাচাই-বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।<br><br>• '৪টি বিভাগীয় শহরে (রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট ও চট্টগ্রাম) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পটির সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব এর (আরডিপিপি) সভা ২৬.০৮.২০২০ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে।<br><br>• বর্ণিত প্রকল্পের স্থাপনার বরিশাল, সিলেট ও রাজশাহী বিভাগে নির্মাণকাজ চলমান । বরিশাল বিভাগে ছাদ ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে, বর্তমানে প্লাস্টারে কাজ চলছে।<br><br>• ৬২ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকার ডোপটেস্ট প্রকল্প অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ২৭.০৯.২০২০ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়।<br><br>• বৃহত্তর জেলাসমূহে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ এখনো সম্পন্ন করা হয়নি।<br><br>• মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল) বিধিমালা, ২০২০ যাচাই-বাছাইয়ের লক্ষ্যে ২৫ নভেম্বর ২০২০ তারিখে ১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।<br><br>• লাইসেন্স, পারমিট ফিস ও মাদকশুল্ক বিধিমালা-২০২০ এ বিভাগে ০৩.১২.২০২০ তারিখে পাওয়া গেছে। কার্যক্রমের অগ্রগতি পাওয়া যায়নি।<br><br>• ডিজিটাল সার্ভে সম্পন্ন হওয়ার বাকী আছে। ৭টি জেলা কার্যালয় নির্মাণের জন্য ডিপিপিটি প্রণয়ন এখনো সম্পন্ন করা হয়নি।<br><br>• ৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি কেন্দ্র স্থাপনের পুনর্গঠিত ডিপিপি ১২.১১.২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। | • কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা;<br><br>• Modernisation of DNC প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা।<br><br>• ১০০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও এখনো সম্পন্ন করা হয়নি; এ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা;<br><br>• চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেট ও রাজশাহী বিভাগে টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন প্রকল্পের ৩য় তলার ভবনের ৪র্থ ও ৫ম তলার উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা।<br><br>• ডোপটেস্ট প্রকল্প অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।<br><br>• বৃহত্তর জেলাসমূহে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন করার ডিপিপি পিডব্লিউডি-এর সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত সম্পন্ন করা।<br><br>• মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রকল্প প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পাদনে প্রয়োজনে টেকনিক্যাল কমিটি গঠনপূর্বক ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা।<br><br>• অ্যালকোহল নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা দ্রুত চূড়ান্ত করা।<br><br>• লাইসেন্স পারমিট ফিস ও মাদক শুল্ক বিধিমালা, অ্যালকোহল নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা।<br><br>• বরিশালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়ের নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য দ্রুত ডিজিটাল সার্ভে সম্পন্ন করা<br><br>• ৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ-এর সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।<br><br>• যে সকল জেলায় বেসরকারি পযায়ে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নেই সে সকল জেলায় বেসরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলায় আর্থিকভাবে স্বচ্ছল উদ্যোক্তাকে উৎসাহিত করা; একই সাথে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়কে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা ও ফলো আপে রাখা। | **মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।** |
| | **নির্দেশনা-৩ : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে**<br><br>প্রশিক্ষণ একাডেমির জন্য কুষ্টিয়া জেলায় প্রাথমিকভাবে | • ডিএনসি -এর জন্য প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণকল্পে দ্রুত জমির অনুসন্ধান কার্যক্রম সম্পন্ন করা;<br><br>• প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের জন্য ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রমও দ্রুত সম্পন্ন করা। | **মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ২০ একর জমি নির্বাচন করা হয়েছে। অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া এখনো সম্পন্ন হয়নি। | • প্রশিক্ষণ একাডেমির জন্য জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা। | অনুবিভাগ প্রধান |
| | **নির্দেশনা-৪ : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।**<br>• এ অধিদপ্তরে ৪৯টি গাড়ি সংগ্রহের সাথে ৭টি অ্যাম্বুলেন্স সংগ্রহ করা হয়েছে। ডিজি, ডিএনসি জানান, আর কোনো অ্যাম্বুলেন্স প্রয়োজন নেই। তাই সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত বলে গণ্য করা যায়। | **বাস্তবায়িত** | |
| | **২০.০১.১৯ তারিখের পূর্বের নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা :** | | |
| | • **নির্দেশনা-১ : সোনা /মাদক/অস্ত্র/ শিশু ও মানবপাচার এর বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখা।**<br>• সেপ্টেম্বর, ২০২০ হতে নভেম্বর, ২০২০-এর সময়ের অভিযান নিম্নরূপ:<br>**মাসের নাম — অভিযান সংখ্যা**<br>**সেপ্টেম্বর, ২০২০ — ৬,২৯৭**<br>**অক্টোবর, ২০২০ — ৬,৭২৯**<br>**নভেম্বর, ২০২০ — ৬,৮৮০**<br>**মোট= — ১৯,৯০৬**<br>• প্রতি পাক্ষিকে সিসাবারসমূহে টাস্কফোর্সের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।<br>• নভেম্বর, ২০২০-এ ১টি আবেদনপত্র পাওয়া গেছে এবং ১টি বার লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। | • সিসাবারসহ মাদকের বিরুদ্ধে টাস্কফোর্সের অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখা;<br>• সীসাবারসমূহ হতে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নমুনা সংগ্রহ করে তা রাসায়নিক পরীক্ষাগারে যাচাইপূর্বক ফলাফল এ বিভাগে প্রেরণ অব্যাহত রাখা;<br>• চলতি অর্থবছরে এ পর্যন্ত বার লাইসেন্স বিষয়ে প্রাপ্ত আবেদনপত্র, পেন্ডিং ও ইস্যুকৃত লাইসেন্স বিষয়ক তথ্যাদি মাসিক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করা;<br>• এসংক্রান্ত কোর কমিটির সভায় তথ্যাদি উপস্থাপন করা এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।<br>• অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে প্রদেয় মামলাসমূহে সার্বিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনতে পেন্ডিং মামলার সংখ্যা সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা।<br>• মামলা পরিচালনার জন্য এখতিয়ার সম্পন্ন আদালত প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানিয়ে এ বিভাগ হতে পত্র প্রেরণ করা হয়। | **মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।** |
| | **নির্দেশনা-২ : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর অধীন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দাবিকৃত রেশন ও ভাতার বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হবে।** | **বাস্তবায়িত** | |
| | **নির্দেশনা-৩ : এনজিও পরিচালিত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মাধ্যমে যাতে মাদক দ্রব্যের বিস্তার না ঘটে সেজন্য এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাযথ নজরদারির আওতায় আনা।**<br>• নভেম্বর, ২০২০-এ ৩০টি বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়েছে।<br>• বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর জন্য সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন চুড়ান্ত করা হয়েছে। ৯১টি নিরাময় কেন্দ্রের প্রতিনিধিদের অনুকূলে ৯৫ লক্ষ ৫০, হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। | • বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহের পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনের অনুলিপি এ বিভাগের এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করা।<br>• বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর জন্য সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত চূড়ান্ত করা। | **মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।** |
| | **নির্দেশনা-৪ : ডিসি-ডিএম সভার অনুরূপ মিয়ানমারের সাথে ইয়াবাসহ অন্যান্য দ্রব্য পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে উভয় পক্ষের তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিনিধিদের আলোচনা শুরুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।** | • মিয়ানমারের সাথে ইয়াবাসহ অন্যান্য মাদকদ্রব্য পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠানের দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করা। ভারত ও মিয়ানমার-এর সাথে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে যোগাযোগপূর্বক ত্রিপক্ষীয় বৈঠকেরও উদ্যোগ গ্রহণ | **মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে এ পর্যন্ত ৩টি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।<br>• মিয়ানমারের সঙ্গে ৪র্থ দ্বিপাক্ষিক সভা ১৫ ডিসেম্বর, ২০২ তারিখে Zoom Platform-এ অনুষ্ঠিত হয়েছে। | করা।<br>• ডিসিডিএম পর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা। | অনুবিভাগ প্রধান। |
| | **নির্দেশনা-৫ : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০১৮ যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।**<br>• মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০-এর খসড়া মন্ত্রিসভার বৈঠকে চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়। উক্ত খসড়াটি মহান জাতীয় সংসদে উত্থাপনের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ কার্যক্রম চলমান আছে। | **বাস্তবায়িত** | মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান। |
| ২.৩ | **ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরঃ**<br>**২০.০১.১৯ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা :** | | |
| | **নির্দেশনা-১: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।**<br>• ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম এখনো সম্পন্ন হয়নি। | • ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধিকল্পে প্রকল্প কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা।<br>• পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ/প্রস্তাব মতে পিপিপি সংশোধন করে দ্রুত প্রেরণ করা । | মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান। |
| | **নির্দেশনা-২ : গ্যাপ-এরিয়া এবং গ্রোথ সেন্টারসমূহে স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন চালু করতে হবে। প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নকালে লোকবলের সংস্থান রাখতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে লোকবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ এমনভাবে প্রদান করতে হবে যাতে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই উহা চালু করা যায়।**<br>• ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম এখনো সম্পন্ন হয়নি।<br>• ৫০টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি এখনো সম্পন্ন হয়নি।<br>• ডিপিপি পুনর্গঠন এখনো সম্পন্ন হয়নি। | • দেশের উত্তরাঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৪৪টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প, দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫০টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প এবং দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে (ঢাকা বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প তিনটির ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা; | মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান। |
| | **নির্দেশনা-৩ : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে।**<br>• ১০০.৯২ একর জমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে ২৪৮ কোটি ২১ লক্ষ ৭ হাজার টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ৩০.০৯.২০২০ তারিখে যৌথ তদন্ত সম্পন্ন হয়েছে। | • ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা। | মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান। |
| | **নির্দেশনা-৪ : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিদ্যমান পদসমূহের নাম পরিবর্তন এবং জেলা পর্যায়ের ১০ম গ্রেডের পদসমূহ ৯ম গ্রেডে উন্নীত করার বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে।**<br>• চাহিত তথ্যাদি অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। | • ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোর পুনর্গঠন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা। | মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান। |
| | **নির্দেশনা-৫ : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আওতায় স্পেশালাইজড ইউনিট গঠন করতে হবে; যানবাহনের গ্যাস সিলিন্ডার পরীক্ষাপূর্বক ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়টি বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।** | • ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আওতায় স্পেশালাইজড ইউনিট গঠন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি মাসিক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করা; বাস্তবমুখী ও যৌক্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা; | মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • ২০.১০.২০২০ তারিখে এ বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পটি ২০২০-২১ অর্থবছরের নিম্ন অগ্রাধিকার তালিকায় অর্ন্তভুক্ত থাকায় ডিপিপিটি ফেরত পাঠানো হয়েছে। প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত হওয়ায় ২০২০-২১ অর্থবছরে উচ্চ অগ্রাধিকার তালিকায় অর্ন্তভুক্ত করার জন্য ১১.১১.২০২০ তারিখে এ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। অগ্রগতি এখনো পাওয়া যায়নি।<br><br>• সাংগঠনিক কাঠামোতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ও ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার পদ অর্ন্তভুক্ত করার প্রস্তাবনা রয়েছে। | | |
| | **২০.০১.১৯ তারিখের পূর্বের নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা :** | | |
| | **নির্দেশনা-১ : নানা রকম দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।** | • মডার্নাইজেশন অব ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স (ফেইজ-২) প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও এখনো সম্পন্ন করা হয়নি; এ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা। | **মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।** |
| | **নির্দেশনা-২ : বন্যা/দুর্যোগ মোকাবেলা এবং শিক্ষার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে দুর্যোগপ্রবণ উপজেলায় স্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্র-কাম-পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন এবং একই প্রকৃতির এলাকার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের অর্গানোগ্রামে একটি ডুবুরি দল অন্তর্ভুক্তকরণ।**<br><br>• ডুবুরি পদে ২২৪টি পদ সৃজনের প্রস্তাব ২৩.১২.২০১৯ তারিখে পুনরায় অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হলে অর্থ বিভাগ অসম্মতি জ্ঞাপন করে।<br><br>• ১৬.০১.২০২০ তারিখে ২য় বার অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। ৩য় বার প্রস্তাব প্রেরণ কার্যক্রম চলমান।<br><br>• ডুবুরি পদ সৃজন বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগ এর সচিব মহোদয়ের সাথে এ বিভাগের সচিব মহোদয়ের সাক্ষাৎ সূচির তারিখ নির্ধারণে ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত আছে।<br><br>• অগ্নিনির্বাপণের ক্ষেত্রে সহায়ক হিসেবে পানির উৎস, সরকারি জলাশয়/পুকুরের তথ্য সম্বলিত ম্যাপিং (টপগ্রাফি) প্রতিটি ফায়ার স্টেশনে সংরক্ষিত আছে। | • অর্থ বিভাগে প্রেরিত প্রস্তাব অনুমোদনের বিষয়ে ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।<br><br>• ডুবুরি পদ সৃজন বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগ-এর সচিব মহোদয়ের দপ্তরের সাথে আলোচনাক্রমে মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সসহ এ বিভাগের সচিব-এর ১টি সাক্ষাৎসূচির তারিখ নির্ধারণে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করা।<br><br>• প্রতিটি জেলায় সরকারি জলাশয়/পুকুরের পানি যেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর কর্মীগণ কর্তৃক অগ্নিনির্বাপণ কাজে ব্যবহার করা যায় সে জন্যে পুকুর ও জলায়শের অবস্থান অনুসন্ধানপূর্বক কোন স্টেশনের ফায়ারম্যান কোথা থেকে পানি সংগ্রহ করবে তা এলাকাভিত্তিক জরিপের মাধ্যমে ম্যাপিং কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করে মাসিক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করা। | **মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।** |
| | **প্রতিশ্রুতিসমূহ ও আলোচনা :** | | |
| | **প্রতিশ্রুতি-১ : মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর ও গাংনী উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র স্থাপন।**<br><br>• পূর্তকাজ ৩৫% সম্পন্ন হয়েছে। | • মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর ফায়ার স্টেশন নির্মাণকাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও এখনো স্টেশনটি চালু করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ দ্রুত সম্পন্নপূর্বক চালু করার ব্যবস্থা করা। | **মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।** |
| | **প্রতিশ্রুতি-২: সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী, উপজেলায় অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র স্থাপন।**<br><br>• উক্ত জমিতে মহামান্য হাইকোর্টে ১৪৬/২০১৩ এফএম মামলা চলমান থাকায় হস্তান্তর কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট আদালতের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত আছে। | • চৌহালী উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়; দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও এখনো স্টেশনটি চালু করা সম্ভব হয়নি। জড়িত মামলার কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা। প্রকল্প সময়ে নির্মাণকাজ সমাপ্তি সম্ভব হলে প্রয়োজনে বিকল্প জমি নির্বাচন করে এ উপজেলায় ১টি ফায়ার স্টেশন নির্মাণ করা । | **মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।** |
| | **প্রতিশ্রুতি-৩ : ত্রিশাল, গৌরিপুর ও নান্দাইল উপজেলায় স্টেশন স্থাপন।** | **ত্রিশাল ও নান্দাইল - বাস্তবায়িত**<br><br>• গৌরিপুর উপজেলার ফায়ার স্টেশনের | মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও **সিভিল ডিফেন্স** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • গৌরিপুর উপজেলায় নির্মাণাধীন ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ৮০% সম্পন্ন হয়েছে। | নির্মাণকাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও এখনো স্টেশনটি চালু করা সম্ভব হয়নি। দ্রুত নির্মাণকাজ শেষ করে স্টেশনটি চালু করার ব্যবস্থা করা। | **অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।** |
| | **প্রতিশ্রুতি-৪ : সুনামগঞ্জ জেলার সকল উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র নির্মাণ।**<br>• ধর্মপাশার পূর্তকাজ ৮০% সম্পন্ন হয়েছে<br>• দোয়ারাবাজার ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ৯০% সম্পন্ন ।<br>• তাহিরপুর ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ৮০% সম্পন্ন হয়েছে। | • সুনামগঞ্জ জেলার ফায়ার স্টেশনের নির্মাণকাজ সন্তোষজনক নয়। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও এখনো স্টেশনগুলো চালু করা সম্ভব হয়নি। এক্ষণে ধর্মপাশা, দোয়ারা বাজার ও তাহিরপুর উপজেলার ফায়ার স্টেশন নির্মাণের অবশিষ্ট কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে স্টেশনগুলো চালুর ব্যবস্থা করা। | **মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।** |
| | **প্রতিশ্রুতি-৫ : বরগুনা জেলার যে সকল উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নেই সে সকল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন।**<br>• বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণের পূর্তকাজ ৯০% সম্পন্ন হয়েছে। | **বেতাগী ও বামনা-বাস্তবায়িত**<br>• বরগুনা জেলার তালতলী ফায়ার স্টেশনের নির্মাণকাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও এখনো স্টেশনটি চালু করা সম্ভব হয়নি। এক্ষণে স্টেশনটির অবশিষ্ট নির্মাণকাজ দ্রুত সম্পন্ন করা। | **মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।** |
| | **প্রতিশ্রুতি-৬ : চাঁদপুর জেলার যে সকল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নেই সেসব উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন।**<br>• ১৩.০২.২০২০ তারিখে গণপূর্ত বিভাগের নিকট জমি হস্তান্তর করা হয়েছে। টেন্ডার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।<br>• বাস্তবায়নাধীন ২৫ প্রকল্পের আওতায় চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলায় ফায়ার স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে চাঁদপুর গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক ২৮.১০.২০২০ তারিখে পূর্তকাজের দরপত্র উন্মুক্ত করা হয়েছে। | • চাঁদপুর জেলার ফায়ার স্টেশনের নির্মাণকাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও এখনো স্টেশনটি চালু করা সম্ভব হয়নি। এক্ষণে চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণকাজ দ্রুত সম্পন্ন করা। | **মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।** |
| | **প্রতিশ্রুতি-৭ : কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী (কর্তৃমারী), ভুরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ী, রাজারহাট ও রাজীবপুর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন প্রসঙ্গে।**<br>• রাজারহাট ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।<br>• রাজিবপুর ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ১০০%সম্পন্ন হয়েছে।<br>• ফুলবাড়ী, ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। | • ফুলবাড়ী, রাজারহাট ও রাজিবপুর উপজেলায় ফায়ার স্টেশনসমূহের উদ্বোধনের জন্য দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করা; | **মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।** |
| | **প্রতিশ্রুতি-৮: টুঙ্গীপাড়া, কোটালীপাড়া, কাশিয়ানী ও মুকসুদপুর ফায়ার স্টেশন স্থাপন।**<br>• **টুঙ্গীপাড়া, কোটালীপাড়া, মকসুদপুর ফায়ার স্টেশন নির্মাণ-বাস্তবায়িত**<br>• কাশিয়ানী ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ৯৫% সম্পন্ন হয়েছে। | • কাশিয়ানী ফায়ার স্টেশনের নির্মাণকাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও এখনো স্টেশনটি চালু করা সম্ভব হয়নি। এক্ষণে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণকাজ দ্রুত সম্পন্ন করা। | **মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।** |
| | **প্রতিশ্রুতি-৯:** নারায়ণগঞ্জ সদর ও বন্দর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশনগুলো আধুনিকীকরণ করা। | **বাস্তবায়িত** | |

## ২.৪ কারা অধিদপ্তর :

### ২০.০১.১৯ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা:

| | | |
|---|---|---|
| নির্দেশনা-১ : **কারাগারসমূহের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করাসহ বয়োবৃদ্ধ ও গুরুতর অসুস্থ কারাবন্দিকে কারামুক্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।**<br><br>• ২১ জন বন্দির মুক্তির প্রস্তাব এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।<br>• কেরাণীগঞ্জ মহিলা কারাগারের নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২৭.১২.২০২০ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মহিলা কারাগারসহ কারা অধিদপ্তরের এলপিজি স্টেশন কেরাণীগঞ্জ উদ্বোধন করা হয়।<br>• শীঘ্রই বন্দি হস্তান্তর করে কারাগারে প্রশাসনিক কার্যক্রম শুরু করা হবে।<br>• নরসিংদী জেলা কারাগার প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়েছে।<br>• সকল জরাজীর্ণ কারাগারকে সংস্কার/আধুনিকীকরণের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান। | • বয়োবৃদ্ধ ও গুরুতর অসুস্থ কারাবন্দিকে কারামুক্তির বিষয়ে কনসেপ্ট পেপার/কৌশল পত্র প্রণয়ন কার্যক্রম সন্তোষজনক নয়। দ্রুত এ কার্যক্রম সম্পন্ন করা।<br>• ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ-এর উদ্বোধনকৃত মহিলা কারাগারে মহিলা কারাবন্দি স্থানান্তর কার্যক্রমের আনষ্ঠানিকতা দ্রুত সম্পন্ন করে স্থানান্তর কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে শেষ করা<br>• নরসিংদী জেলা কারাগার প্রকল্পের নির্মাণকাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা।<br>• নরসিংদী জেলা কারাগার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প বাস্তবায়নে পরবর্তী কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা;<br>• সকল জরাজীর্ণ কারাগারসমূহকে একসাথে করে এগুলো মেরামতের জন্য ১টি পৃথক প্রকল্প গ্রহণ করা। | **কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।** |
| **নির্দেশনা-২ : কারা অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।**<br><br>• ডিপিপি এ বিভাগ হতে ০৪.১১.২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। | • পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি দ্রুত সংশোধন করে প্রেরণ করা।<br>• প্রত্যেক কারাগারে অন্তত ১টি করে অ্যাম্বুলেন্স-এর সংস্থান রাখা। | **কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।** |
| **নির্দেশনা-৩ কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে।**<br><br>• ডিপিপি ১৮.০৩.২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের প্রেরণ করা হয়েছে।<br>• ২৩.০৮.২০২০ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।<br>• প্রকল্পের সমীক্ষা করার জন্য ফার্ম নির্বাচন করার লক্ষ্যে ২০.০৯.২০২০ তারিখে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে। ৪টি প্রতিষ্ঠান EOI জমা দিয়েছে। EOI মূল্যায়নের কার্যক্রম চলমান। | • দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও একাডেমি নির্মাণের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। এক্ষণে প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের ডিপিপির পুনর্গঠন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের ব্যবস্থা করা।<br>• শীঘ্রই পিএসই সভার তারিখ নির্ধারণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করা। | **কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।** |
| **নির্দেশনা-৪ : কারা হাসপাতালসমূহে ডাক্তার নার্স ও প্যারামেডিক নিয়োগের জন্য পৃথক মেডিকেল ইউনিট গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রকল্প সৃজন ও নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।**<br><br>• এ বিভাগের Allocation of Business সংশোধনের জন্য অর্থ বিভাগের সম্মতি পাওয়া গেছে। সচিব কমিটির সভায় উত্থাপন ও অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।<br>• কারাগারে বর্তমানে ১১২ জন চিকিৎসক বিভিন্ন কারাগারে কর্মরত রয়েছেন। | • কারা হাসপাতালসমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার/নার্স নিয়োগের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা। | **কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।** |

<table>
<tr><td colspan="3">২০.০১.১৯ তারিখের পূর্বের নির্দেশনাসমূহ :</td></tr>
<tr><td>নির্দেশনা-১ : বিভিন্ন মামলায় মৃত্যুদন্ড প্রদত্ত আদেশগুলো দ্রুত কার্যকর করতে উদ্যোগ নিতে হবে। প্রয়োজনে আলাদা সেল গঠন এবং আইন মন্ত্রণালয়ের সহায়তা গ্রহণ করা।<br>• মৃত্যুদন্ডাদেশপ্রাপ্ত ১,৮৮১ জন (৩০.১১.২০২০)। এ বিষয়ে গঠিত কমিটির সদস্য সচিব কর্তৃক বিজ্ঞ এটর্নি জেনারেল-মহোদয়ের সাথে সাক্ষাৎ করা হয়েছে।</td><td>• দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও এ বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম সন্তোষজনক নয়। এক্ষণে উচ্চ আদালতে চলমান ডেথ রেফারেন্স এবং আপিল মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইন ও বিচার বিভাগের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।</td><td>কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান/কমিটি</td></tr>
<tr><td>নির্দেশনা-২: কেরাণীগঞ্জে কেন্দ্রীয় কারাগার স্থানান্তরের পর পুরাতন কারাগারের বিদ্যমান জায়গায় শীঘ্রই নতুন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে।<br>• কারিগরি ও আর্থিক প্রস্তাব গত ২৪.০৬.২০২০ তারিখে সিসিজিপি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।<br>• পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে ২৮.০৭.২০২০ তারিখে চুক্তি সম্পাদন হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক অতিশীঘ্রই কাজ শুরু হবে।<br>• সে সকল জেলা কারাগারে ভার্চুয়াল কোর্ট স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য ১০.১১.২০২০ তারিখে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।</td><td>• পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়ন করা।<br>• ভার্চুয়াল কোর্ট স্থাপনের জন্য কারা অধিদপ্তর থেকে প্রস্তাব প্রেরণ করা এবং নতুনভাবে নির্মিত সকল কারাগারে ভার্চুয়াল কোর্ট স্থাপন এর সংস্থান রাখা।</td><td>কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান/প্রকল্প পরিচালক।</td></tr>
<tr><td>নির্দেশনা-৩ : কারাবন্দিদের মধ্যে জঙ্গি সম্পৃক্ততা নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কারারক্ষীদের টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।<table><tr><th>মোট কারারক্ষী</th><th>প্রশিক্ষণ গ্রহণকরী</th><th>চলমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রম</th><th>অবশিষ্ট</th></tr><tr><td>৮,২৮৪</td><td>৩,৮৫৩</td><td>০০</td><td>৪,৪৩১</td></tr></table></td><td>• কারারক্ষীদের টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।</td><td>কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।</td></tr>
<tr><td>নির্দেশনা-৪ : ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জায়গা হতে কম্বল কারখানা সরানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জায়গা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রাখতে হবে।<br>• সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে সিভিল রুল নং ৫৪৬(কন)/২০১৮ দায়ের করা হয়েছে।<br>• ২৬.০৮.২০১৯ তারিখে হাইকোর্টে ২৭ নম্বর কোর্ট নিম্ন আদালতের রায়ের সকল কার্যক্রম ৬ মাসের জন্য স্থগিতাদেশ প্রদান করেন ।<br>• ০৫.১১.২০২০ ও ১১.১১.২০২০ তারিখে উক্ত মামলার শুনানি গ্রহণ করা হয়েছে। মহামান্য আদালত ১৮.১১.২০২০ তারিখে সরকারের পক্ষে মামলার রায় প্রদান করেন। মামলার কপি পাওয়া যায়নি।</td><td>• মামলা কার্যক্রম যথাযথভাবে মনিটর করা, তদবিরের অভাবে মামলার যেন কোন ক্ষতি না হয় সে জন্য মনিটরিং/নজরদারি অব্যাহত রাখা।</td><td>কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।</td></tr>
<tr><td colspan="3"><u>প্রতিশ্রুতিসমূহ :</u></td></tr>
<tr><td>প্রতিশ্রুতি-১ : বন্দিদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে মজুরি প্রদানের ব্যবস্থা করা (বাস্তবায়িত।)<br>• ৫০% লভ্যাংশ প্রদানের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন কার্যক্রম এখনো সম্পন্ন করা হয়নি।<br>• ২৮টি কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগারে সংশ্লিষ্ট কয়েদি বন্দিদের পারিশ্রমিক প্রদান করা হচ্ছে।<br>• অদ্যাবধি, ২০২০ পর্যন্ত ২৪ হাজার ৮৬৭ জনকে</td><td>• দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও এ বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম সন্তোষজনক নয়। এক্ষণে বন্দিদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে ৫০% লভ্যাংশ প্রদানের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা।<br>• কয়েদি কর্তৃক তাদের উৎপাদিত পণ্যের লভ্যাংশ যেন তাদের হিসাব নম্বরের বিপরীতে জমা থাকে এবং তার প্রয়োজন অনুযায়ী খরচের জন্য চেকের মাধ্যমে টাকা উত্তোলন করতে পারে এবং অবশিষ্ট</td><td>কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ৭০ লক্ষ ৭২ হাজার ৯৫ টাকা দেওয়া হয়েছে। | টাকার হিসাব যেন তার কাছে জমা থাকে সে জন্য চেকে টাকা উত্তোলনের সংস্থান রেখে নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক দ্রুত এ বিভাগে প্রেরণ করা।<br><br>• যে এলাকায় যে ধরণের শিল্পের বিকাশ সে ধরণের পণ্য উৎপাদন করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা। | |
| | **প্রতিশ্রুতি-২ : কারা কর্মচারীদের ছেলে-মেয়েদের জন্য স্কুল বাস প্রদান করা হবে, প্রয়োজনে নতুন স্কুল নির্মাণ।**<br><br>• 'ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ' প্রকল্পে ০২টি স্কুল বাস অন্তর্ভূক্ত করে ডিপিপি সংশোধন করা হয়েছে। গাড়ি ক্রয়ের লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়া গেছে। ইতোমধ্যে নির্বাচিত ঠিকাদারকে NOA প্রদান করা হয়েছে। শীঘ্রই গাড়ি সরবরাহ পাওয়া যাবে। | **বাস্তবায়িত** | কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান। |
| | **প্রতিশ্রুতি-৩: সার্বিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে কারাগারের কর্মকর্তা সংখ্যাসহ কারা বিভাগের জনবল বৃদ্ধিকরণ।**<br>• অতিরিক্ত সচিব (কারা অনুবিভাগ)-এর সভাপতিত্বে ২৩.১১.২০২০ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিশেষ কারাগার, কেন্দ্রীয় কারাগার, জেলা কারাগার ও অন্যান্য ইউনিটসমূহের কাজের পরিধি এবং কারানিরাপত্তার নিরিখে শ্রেণিবিন্যাসপূর্বক একই অর্গানোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত করে একটি সমন্বিত প্রস্তাব প্রেরণের জন্য সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রস্তাবনা প্রস্তুত করে ২৪.১২.২০২০ তারিখের মধ্যে কারা মহাপরিদর্শক-এর নিকট দাখিল করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। | • দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও এ বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম সন্তোষজনক নয়। এক্ষণে কারা অধিদপ্তরের সমস্ত নিয়োগবিধি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) একীভূত করে নিয়োগ বিধিমালা চূড়ান্তপূর্বক এ বিভাগে প্রেরণ করা; | কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান। |
| | **প্রতিশ্রুতি-৪ : কেরাণীগঞ্জে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সর্বসাধারণের জন্য ২০০-২৫০ শয্যার হাসপাতাল স্থাপন।**<br><br>• মেডিকেল ইকুইপমেন্টসহ অন্যান্য ইকুইপমেন্ট যাচাই করার জন্য ০৯.০৯.২০২০ তারিখে কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে।<br><br>• প্রকল্পের সমীক্ষা কাজে ফার্ম নির্বাচন করার লক্ষ্যে ২০.০৯.২০২০ তারিখে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে। ৪টি প্রতিষ্ঠান EOI জমা দিয়েছে। EOI মূল্যায়নের কার্যক্রম চলমান। | • যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা। | কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান। |
| | **প্রতিশ্রুতি-৫ : কারারক্ষীদের বিশেষ করে মহিলা কারারক্ষীদের থাকার ভাল ব্যবস্থা করতে হবে।**<br><br>• মহিলা কারারক্ষীদের আবাসন সুবিধা নিশ্চিতকল্পে 'মহিলা কারারক্ষীদের জন্য আবাসন নির্মাণ' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০১৯-এ সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৪০টি কারাগারে মহিলা কারারক্ষীদের জন্য ৩৯৯টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে। | **বাস্তবায়িত** | কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান। |
| | **প্রতিশ্রুতি-৬ : কারাগারকে বন্দিশালা নয় শোধনাগারে পরিবর্তন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।**<br><br>• কারাগারসমূহকে সংশোধনাগারে রূপান্তরসহ সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৬টি কারাগার নতুনভাবে নির্মাণ এবং ৭টি কারাগার সম্প্রসারণ করা হয়েছে।<br><br>• কারাবন্দিদের উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় করে লভ্যাংশের | • কারাগারকে বন্দিশালা নয় সংশোধনাগারে রূপান্তর কার্যক্রম অব্যাহত রাখা:<br><br>• কারাগারকে মাদকমুক্ত করতে কারাগারে যেন কোনভাবেই মাদক প্রবেশ করতে না পারে সে বিষয়ে সক্রিয় পদক্ষেপ নেয়া, ডিজি, ডিএনসি-এর সহায়তা গ্রহণ করা এবং মাদকাসক্ত বন্দিদের জন্য মাদকবিরোধী উদ্‌বুদ্ধকরণ কর্মসূচির আয়োজন | কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ৫০ শতাংশ পারিশ্রমিক হিসাবে বন্দিদেরকে প্রদান করা হচ্ছে। এপ্রিল, ২০১৮ হতে সেপ্টেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত ২৪ হাজার ৮৬৭ জন বন্দিকে ৭০ লক্ষ ৭২ হাজার ৯৫ টাকা লভ্যাংশ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ২৮টি কারাগারে ৩৮টি ট্রেডে কারাবন্দিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।<br><br>• কারাবন্দিদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং বন্দির মানসিক স্বাস্থ্য নিশ্চিতকল্পে মোবাইল ফোনে কথা বলার পাইলট প্রকল্প 'স্বজন ' টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে উদ্বোধন করা হয়েছে।<br><br>• বন্দিদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের জন্য নিয়োজিত ধর্মীয় উপদেষ্টাগণের সম্মানী ৫০ টাকা থেকে ২০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। পবিত্র রমজান মাসে কারাগারে আটক বন্দিদের ইফতারি সরবরাহের জন্য জনপ্রতি বরাদ্দ ১৫ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৩০ টাকা করা হয়েছে। কারাগারে আটক বন্দিদের এক কারাগার হতে অন্য কারাগারে স্থানান্তরকালে বন্দি প্রতি খোরাকি ভাতা ১৬ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। | অব্যাহত রাখা;<br><br>• কারাগারগুলোতে বন্দিদের মোবাইল ব্যবহার বন্ধ নিশ্চিত করা; | |
| | **প্রতিশ্রুতি-৭ : বন্দিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হবে।**<br><br>• দেশের ২৮টি কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগারে জানুয়ারি, ২০২০ থেকে অক্টোবর, ২০২০ পর্যন্ত মোট ৫,৭২৫ জন বন্দিকে ৩৮টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। | • কারাগারে আটক বন্দিদেরকে কম্পিউটারসহ বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা। | **কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।** |
| | **প্রতিশ্রুতি-৮: কারাগারে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ করা হবে।**<br><br>• প্রল্পের মেয়াদ জুন, ২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। ৪০% কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।<br><br>• কারা নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের জন্য অবশিষ্ট ৫টি বিভাগে (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগে) নতুন একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে। | **আংশিক বাস্তবায়িত।**<br><br>• কারা নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের জন্য ৫টি (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট) বিভাগে গৃহীত প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত সম্পন্ন করা। | **কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।** |
| | **প্রতিশ্রুতি-৯ : কারা কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দূরীকরণে মর্যাদার সামঞ্জস্য খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।**<br>• কারা অধিদপ্তরের নতুন নিয়োগ বিধিমালা ২০১৯ প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাব পর্যালোচনার জন্য ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। | • কারা অধিদপ্তরের সমস্ত নিয়োগবিধি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) একীভূত করে নিয়োগ বিধিমালা চূড়ান্তপূর্বক এ বিভাগে প্রেরণ করা; | **কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।** |
| | **প্রতিশ্রুতি-১০ : বর্তমানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার জুন ২০১৫ এর মধ্যে কেরাণীগঞ্জে স্থানান্তর এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর জনগণের জন্য উন্মুক্তকরণ এবং জনসাধারণের জন্য মনোরম পার্ক নির্মাণ এবং কারা কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের কল্যাণে বহুতল পার্কিং সিনেপ্লেক্স, ফুডকোর্ট, সুইমিংপুল, ফিটনেস সেন্টার, কনভেনশন সেন্টার সুবিধাসহ কারাকল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ।**<br><br>• ''ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ (৩য় সংশোধন)' শীর্ষক প্রকল্পটি মার্চ ২০২০ এ সমাপ্ত হয়েছে। | • 'ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ (৩য় সংশোধন)' শীর্ষক প্রকল্পটির নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা; | **কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **প্রতিশ্রুতি-১১ : কারাগারে বন্দিদের আত্মীয় স্বজনের সাথে টেলিফোনে কথা বলার জন্য প্রিজন লিংক স্থাপন করা।**<br>• পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন করে প্রেরণের জন্য ১৮.০৮.২০২০ তারিখে কারা অধিদপ্তরে পত্র দেয়া হয়েছে।<br>• স্বজন লিংকে ভিডিও কনফারেন্স-এর সুবিধা রাখা হয়েছে। এ সংক্রান্ত নীতিমালা এখনো চূড়ান্ত করা সম্ভব হয়নি। | • দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও এ বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম সন্তোষজনক নয়। এক্ষণে দেশের সকল কারাগারে প্রিজন লিংক স্থাপনের প্রকল্প কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করা।<br>• প্রিজন লিংক এর সাথে ভিডিও কনফারেন্স এর সুবিধা রাখার বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে সমন্বয়সভাকে অবহিত করা। | **কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।** |
| ২.৫ | **ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর :**<br>**২০.০১.১৯ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা:** | | |
| | **নির্দেশনা-১ : ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় নির্মাণ করা হবে। ই-পাসপোর্ট ও ই-গেইট কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। ই-ভিসা এবং ই-ট্রাভেল পারমিট (ই-টিপি) চালু করা হবে।**<br>•৩টি আন্তর্জাতিক বিমনি বন্দর ও ২টি স্থলবন্দরে মোট ৫০টি ই-গেট স্থাপনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ১৫টি ই-গেট স্থাপন করা হয়েছে।<br>•৬৪টি বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পাসপোর্ট ও ভিসা অফিসে ই-পাসপোর্ট ইস্যু কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।<br>•ই-ভিসা ই পাসপোর্ট এর অবকাঠামো ব্যবহার করে ই-টিপি চালুকরণের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়নি। এ বিভাগ কর্তৃক Technical Committee গঠন করা হয়েছে।<br>•প্রধান কার্যালয়ের জন্য ১৭.১১.২০২০ তারিখে শেরেবাংলা নগরের এফ-১৪বি নং প্লটে ১০ কাঠা জমি ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ১০ কাঠা জমি চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল হওয়ায় বরাদ্দ পূনবিবেচনার জন্য এ বিভাগে ২৬.১১.২০২০ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। | •ই-ভিসা এবং ই-ট্রাভেল পারমিট (ই-টিপি) সংক্রান্ত প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন এখনো সম্পন্ন হয়নি। এ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা;<br>•ভূ-গর্ভস্থ্য বৈদ্যুতিক ৮০০ কেভিএ ক্যাবল স্থাপনের জন্য খননের অনুমতি প্রদানের বিষয়ে রাজউক-এর সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ করা।<br>•e-Gate Software Installation-এর অবশিষ্ট কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা। | **মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/নিরাপত্তা ও বহিরাগমন অনুবিভাগ প্রধান।** |
| | **নির্দেশনা-২ : পিএসসির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মচারীদের কর্মস্থলে পদায়নের পূর্বে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করতে হবে।**<br>• কর্মচারীদের কর্মস্থলে পদায়নের পূর্বে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম চলমান। | বাস্তবায়িত | --- |
| | **নির্দেশনা-৩ : ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে।**<br>•জমি বরাদ্দের প্রস্তাবটি রাজউকের বিবেচনাধীন রয়েছে। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের পুনর্গঠন কার্যক্রম এখনো সম্পন্ন হয়নি। | • ডিআইপি-এর জন্য প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণকল্পে যৌথভাবে জমি অনুসন্ধান করা;<br>•প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের জন্য ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা। | **মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/নিরাপত্তা ও বহিরাগমন অনুবিভাগ প্রধান।** |
| | **ইতিপূর্বে প্রদত্ত নির্দেশনা :** | | |
| | **নির্দেশনা-১ : নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এমআরপি প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে।** | বাস্তবায়িত | --- |
| | **নির্দেশনা-২ : ইংল্যান্ড, ইতালি, সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে কূটনৈতিক ব্যাগের মাধ্যমে এমআরপি প্রেরণ করার কথা বলা হলেও পৌঁছাতে দেরি হওয়ার কারণ কি তা পরীক্ষা করে জরুরিভিত্তিতে সমস্যার সমাধান করতে হবে। উল্লিখিত দেশসমূহে পর্যাপ্ত** | বাস্তবায়িত | --- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | জনবল ও অধিক সংখ্যক প্রিন্টার মেশিন সরবরাহ করতে হবে। | | |
| | নির্দেশনা-৩ : প্রক্রিয়াধীন ৮টি দেশে ১০টি অফিসের জন্য কর্মকর্তা নিয়োগের প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। অপর প্রস্তাবিত দেশগুলোর মধ্যে থেকে আপাতত ইউকে, ইউএসএ এবং ইইউভুক্ত যে কোন একটি দেশে পাসপোর্ট অফিস খোলা এবং কর্মকর্তা নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। | বাস্তবায়িত | --- |
| | নির্দেশনা-৪ : সারাদেশে এবং বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে MRP এবং MRV বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে। ১৯টি বাংলাদেশ মিশনের মধ্যে ১০টি মিশনে পাসপোর্ট ও ভিসা কার্যক্রমের জন্য ১ম শ্রেণির ১০টি পদ সৃজন করা হবে। | বাস্তবায়িত | --- |

৩। তিনি অধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের সৃজনশীল কর্ম, মেধা, মননশীলতা ও উদ্ভাবনী প্রয়াসকে কাজে লাগিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন বলে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৭/৭/২০

(মোঃ শহিদুজ্জামান)
সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ